নিপা ভাইরাস সংক্রমণ

নিপা ভাইরাস সংক্রমণ একটি উদীয়মান জুনোটিক রোগ। ফলের বাদুড় এই ভাইরাসের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। 1998-99 সালে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে শূকর খামারি এবং শূকরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের লোকদের মধ্যে প্রাদুর্ভাবের সময় এটি প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল। এটি শূকর, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল এবং কুকুর সহ বিস্তৃত প্রাণীকে প্রভাবিত করতে পারে। গত দুই দশকে, বাংলাদেশ এবং ভারতে মানুষের মধ্যে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের একাধিক প্রাদুর্ভাব রেকর্ড করা হয়েছে।

সংক্রমণের পদ্ধতি

মানুষের সংক্রমণ মূলত অসুস্থ প্রাণীর সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের দূষিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁটা, নাকের স্রাব এবং টিস্যুর মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। এটি সংক্রামিত বাদুড়ের মূত্র, বিষ্ঠা বা লালা দ্বারা দূষিত খাবার খাওয়ার মাধ্যমেও সংক্রামিত হতে পারে, সাধারণত ফল বা ফলের পণ্য (বিশেষ করে কাঁচা খেজুরের ,রস)। সংক্রামিত ব্যক্তিদের দূষিত স্রাব এবং মলমূত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমেও মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ সম্ভব, যা রোগীর পরিবার এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানেও রিপোর্ট করা হয়েছে।

ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য

রোগীদের মধ্যে উপসর্গবিহীন রোগ দেখা দিতে পারে। প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, গলা ব্যথা এবং পেশী ব্যথার মতো ফ্লুর মতো লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে মাথা ঘোরা, তন্দ্রা এবং চেতনা হ্রাস। গুরুতর ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া, খিঁচুনি, এনসেফালাইটিস, কোমা এবং এমনকি মৃত্যুর মতো জটিলতা দেখা দিতে পারে। মৃত্যুর হার প্রায় 40% থেকে 75%। তীব্র এনসেফালাইটিস থেকে বেঁচে যাওয়া রোগীদের মধ্যে, প্রায় 20% রোগীদের স্থায়ী স্নায়ু সমস্যা থাকতে পারে।

ইনকিউবেশন পিরিয়ড

সাধারণত সংস্পর্শে আসার প্রায় 4-14 দিন পরে লক্ষণগুলি দেখা দিতে শুরু করে, তবে এটি 45 দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে, নিপা ভাইরাস সংক্রমণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা এবং ওষুধ নেই। চিকিৎসার মূল ভিত্তি কেবল সহায়ক যত্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রতিরোধ

নিপা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বর্তমানে কোনও টিকা নেই।

নিপা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত স্থানে ভ্রমণের সময় সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে জনসাধারণের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত:

- বন্য প্রাণী বা অসুস্থ খামারের প্রাণী, বিশেষ করে বাদুড়, খামারের শূকর, ঘোড়া, গৃহপালিত এবং বন্য বিড়ালের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।

- বাদুড়ের বাসা বাঁধার জায়গা এড়িয়ে চলুন।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন; তরল সাবান এবং জল দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়া, বিশেষ করে পশুদের সংস্পর্শে আসার পরে বা তাদের বিষ্ঠা/নিঃসরণ থেকে বেরিয়ে আসার পরে, এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের যত্ন নেওয়ার পরে বা তাদের সাথে দেখা করার পরে।
- খাদ্যের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন; খাওয়ার আগে ফল ভালোভাবে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। বাদুড়ের কামড়ের লক্ষণ দেখা যায় বা মাটিতে পাওয়া যায় এমন ফল খাওয়া উচিত নয়। কাঁচা খেজুরের রস, তাড়ি বা অন্যান্য রস পান করা এড়িয়ে চলুন।

যাদের পশুপাখি বা তাদের টিস্যু ব্যবহার করতে হয়, তাদের গ্লাভস এবং অন্যান্য উপযুক্ত প্রতিরক্ষামূলক পোশাক পরতে হবে। সন্দেহভাজন বা নিশ্চিত সংক্রমণের রোগীদের যত্ন নেওয়া স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সর্বদা যথাযথ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা উচিত।

Translated version is for reference only. In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.

অনুবাদিত সংস্করণটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। অনুবাদিত সংস্করণ এবং ইংরেজি সংস্করণের মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে, ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সংশোধিত (Revised on 24 February 2026)